সেদিন হবে লাভ -লোকসানের দিন

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ "সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন"।

"আত তাগাবুন" পবিত্র কুরানুল করীমের ৬৪ নং সুরা । এই সুরায় ১৮টি আয়াত রয়েছে। এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সুরায় ৯ নং আয়াতে التغابن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।"তাগাবুন "শব্দের অর্থ "হারজিত"/ "লাভ-ক্ষতি"।

সুরা ৬৪ আত তাগাবুন, আয়াতঃ৯

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)

(স্মরণ কর,) যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন । যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহা সাফল্য।

সুরা ৬৪ আত তাগাবুন, আয়াতঃ ১০

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10)

কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শন সমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ ঐ প্রত্যাবর্তন স্থল!

সুরা ৬৪ আত তাগাবুন, আয়াতঃ ১১

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11)

আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সুরা ৬৪ আত তাগাবুন, আয়াতঃ ১২

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12)

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসুল(সঃ) এর আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসুলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্ট ভাবে প্রচার করা।

সুরা ৬৪ আত তাগাবুন, আয়াতঃ ১৩

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13)

আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) মা'বুদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন চিরস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে চিরস্থায়ী জীবন বরবাদ করা চরম বোকামি। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে জয়ী হলাম কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনে হেরে গেলাম এবং চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।

বর্তমান "বিশ্বমহামারিতে" বিশ্ব-মানব অবিরত দেখছে মৃত্যু মিছিল। আসুন আমরা বিবেকবান হই। মহান প্রভুর কাছে আমরা প্রার্থনা করিঃ

হে আল্লাহ, আমাদের পাপকাজের জন্য আমরা লজ্জিত, আমরা তওবা করছি- আমরা অতীতের পাপকাজে আর লিপ্ত হব না।মেহেরবানী করে আমাদের ক্ষমা করো। ভবিষ্যতে যাতে আমরা সৎপথে চলতে পারি এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত না হই- সেজন্য তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

তুমি মহান আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করো। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিশেষ অনুরোধঃ মাত্র ৫টি আয়াত অনুগ্রহপূর্বক বারবার তেলাওয়াত করুন। যারা আরবীতে তেলাওয়াত করতে পারেন না তারা অনলাইনে তেলাওয়াত শুনুন, অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন, চিন্তা করুন মৃত্যু পরবর্তী জীবনের এবং আমাদের বর্তমান কাজকর্ম সম্পর্কে।

.....